



331767 - 'সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলতে সালামের জবাব দয়োগ

প্রশ্ন

মশিরে 'ওয়া লাইকুমুস সালাম' বলার পরবর্ততে 'সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলা বসিতার লাভ করছে। এভাবে সালামের জবাব দয়োগ কি জায়গে? এভাবে সালামের জবাব দলিে কি ব্যক্তি সওয়াব পাবে? আশা করি এ ব্যাপারে বসিতারতি বলবনে। কারণ এটি এভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে, আমি সঠিকি কথাটি বলতে তাদেরকে ঠকোতে পারছি না; যাতে করে তারা সঠিকিটা করতে পারে।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

'সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলতে সালামের জবাব দলিে আদায় হয়ে যাবে। যদিও উত্তম হচ্ছে পরপূরণ ভাষায় সালামের জবাবটি দয়োগ; যভোবে বসিতারতি জবাবে বসিয়টি তুলে ধরা হয়ছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: কোন মুসলমিরে জন্য সালামের উত্তর সমমানেরে ভাষায় কথিবা এর চয়ে উত্তম ভাষায় পশে করা মুস্তাহাব

যাকে সালাম দয়োগ হল শরিয়ত তাকে অনুরূপ ভাষায় কথিবা এর চয়ে উত্তম ভাষায় জবাব দয়োগের প্রতি আহ্বান জানিয়ছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর যখন তোমাদেরকে অভবাদন জানানোগ হয় তখন তোমরা তার চয়ে উত্তম অভবাদন জানাবে কথিবা সটোগ দয়োগে জবাব দবিে। নশিচয় আল্লাহ সব বসিয়ে পূরণ হিসাবকারী।" [সূরা নসি, আয়াত: ৮৬]

ইবনুল আরাবি (রহঃ) বলনে:

"আর যখন তোমাদেরকে অভবাদন জানানোগ হয় তখন তোমরা তার চয়ে উত্তম অভবাদন জানাবে কথিবা সটোগ দয়োগে জবাব দবিে।" এ আয়াতেরে ব্যাপারে দুটোগে অভমিত রয়ছে:

১। তার চয়ে উত্তম অর্থৎ বশেষিগতভাবে। যমেন কটে যদি আপনার জন্য দীর্ঘায়ুর দয়োগ করে আপনি বলুন: 'সালামুন আল্লাইকুম'। কেনে এটি ওটার চয়ে উত্তম। যহেতে এটি মানব সমাজেরে ও ইসলামী শরিয়তেরে রীতি।



২। যদি কটে আপনাকে বলবে: ‘সালামুন আলাইকা’ আপনি তাকে বলুন: ‘ওয়া লাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’। [আহকামুল কুরআন (৪৬৪-৪৬৫) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

“আল্লাহর বাণী: আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয় তখন তোমরা তার চয়ে উত্তম অভিবাদন জানাবে কথিবা সটো দিয়ে জবাব দবিবে। অর্থাৎ যদি কোন মুসলিম সালাম দিয়ে তাহলে তার সালামের জবাবে সে যভাবে সালাম দিয়েছে এর চয়ে উত্তমভাবে সালাম দাও কথিবা সে যভাবে জবাব দিয়েছে তদ্রূপভাবে জবাব দাও। অতিরিক্ত দিয়ে জবাব দয়ো মুস্তাহাব। আর সমানভাবে জবাব দয়ো ফরয।” [তাফসরি ইবনে কাছরি (২/৩৬৮) থেকে সমাপ্ত]

দুই: সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে সালামের জবাব দয়োর হুকুম

প্রশ্নকারী যে দেশেরে কথা উল্লেখ করছেন সে দেশেরে ও অন্যান্য দেশেরে সাধারণ মানুষ সালামের জবাবে ‘ওয়া লাইকুমুস সালাম’ না বলে “সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্” বলে উত্তর দয়োটা প্রথম সালাম দানকারী ব্যক্তির চয়ে অনুত্তমভাবে উত্তর দয়ো। কেননা প্রথম সালামদানকারী নরিদষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহার করে السلام (আস-সালামু) বলছিলেন; আর তিনি তার থেকে কমিয়ে سلام (সালামুন) বলছেন এবং তিনি عليكم (আলাইকুম) শব্দটিও বাদ দিয়েছেন। অথচ উচিত ছিলি তার জবাবে ‘ওয়া আলাইকুম’ কথাটি থাকা। যহেতু কোন মতভেদে ছাড়া এভাবে উত্তর দয়োই উত্তম।

তবে উত্তরদাতা যদি কেবেল এ কথাটি বলে উত্তর দিয়ে কথিবা এটি কোন এক দেশে ব্যাপকতা পয়ে থাকে: তাহলে সঠিক মতানুযায়ী এভাবে জবাব দলিওে চলবে এবং জবাব দয়ো হয়নি বলে গণ্য হবে না। যদিও সালামদানকারীর চয়ে উত্তমভাবে উত্তর দয়োর ফযলিতটি তার ছুটে যায়।

একাধিক আলমে দ্বয়র্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন যে, (السلام শব্দটির সাথে ال যোগ করে) السلام (আস-সালামু) বলা মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়।

ইবনু মুফলহি (রহঃ) ‘আল-আদাব আশ্-শারইয়্যাহ’ গ্রন্থে (১/৩৯৯) বলেন:

“উত্তরদাতার সালাম (শব্দটি) মারফি হওয়া (ال যুক্ত করে السلام বলা)। ছড়াকার (মূল গ্রন্থাকার) এ মাসয়ালায় এটাকে মূল হিসেবে উল্লেখ করছেন। যা প্রমাণ করে যে, শব্দটি মারফি হওয়াটা মুস্তাহাব। এ বিষয়টি পরিস্কার।” [সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) পরিস্কারভাবে বলছেন:

“প্রথম সালামদানকারী যদি বলে: ‘সালামুন আলাইকুম’ কথিবা বলে ‘আস-সালামু আলাইকুম’ তাহলে উত্তরদাতা উভয়ক্ষেত্রে



বলতে পারনে: ‘সালামুন আলাইকুম’। এবং তিনি ‘আস্-সালামু আলাইকুম’-ও বলতে পারনে। আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: **قَالُوا** **سَلَامًا قَال سَلَامٌ** (তারা বলল: ‘সালামান’। তিনি বললনে: ‘সালামুন’।) আমাদের মাযহাবের ইমাম আবুল হাসান আল-ওয়াহিদী বলছেন: ‘সালাম’ শব্দটিকে মারফি (আলফি-লাম যুক্ত করে ‘আস্-সালামু’ বলা) হিসেবে কথিবা নাকরি (আলফি-লাম বহীন ‘সালামুন’) হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি স্বাধীন। আমি বলব: কনিতু আলফি-লাফ যুক্ত করে (আস্-সালামু) বলাটা উত্তম।” [আল-আযকার (পৃষ্ঠা-২১৯) থেকে সমাপ্ত এবং অনুরূপ কথা ‘শারহুল মুহায্যাব’ (৪/৫৯৭)-এ ও রয়েছে]

আরও জানতে দেখুন ইবনু আল্লানরে ‘আল-ফুতুহাত আর্-রাব্বানিয়া’ (৫/২৯৪-২৯৫)।

সারকথা:

প্রশ্নে উল্লেখিত ভাষায় সালামের জবাব দিলে আদায় হয়ে যাবে। যদিও উত্তম হচ্ছে পরপূর্ণ ভাষায় সালামের জবাব দয়া; যত্নে উপরে বিস্তারিত জবাবে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।